নীরবতার ভাষা ও অন্যান্য

রামেন্দু মজুমদার

নীরবতার ভাষা ও অন্যান্য

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

নীরবতার ভাষা ও অন্যান্য
রামেন্দু মজুমদার

Nirabatar Bhasa O Anyanya
by Ramendu Majumdar

নিবন্ধ
Article

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
জসিম উদ্দিন

Email : info@kathaprokash.com
Facebook : facebook.com/kathaprokash
Youtube : youtube/kathaprokash
Web : kathaprokash.com

করপোরেট অফিস
কথাপ্রকাশ, সুইট ৮০২, লেভেল ৮, এসইএল রোজ-এন-ডেল
১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০
+৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩০, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬০০

সেলস সেন্টার, শাহবাগ
৭৩-৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
+৮৮০২৪৪৬১২২১৬, +৮৮০১৭০০৫৮০৯২৯

সেলস সেন্টার, বাংলাবাজার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
+৮৮০২২২৩৩৫২০৭৩, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-৯/১০ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭৩
০৩৩২২৪১০৪০০, +৯১৬২৯১৮৮৯০৫৩

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

ISBN 978-984-3906-02-1

মূল্য ৳ ৩৫০ ₹ ৩৫০ $ ২০ € ২০ | Price ৳ 350 ₹ 350 $ 20 € 20

The language of silence and others
by Ramendu Majumdar

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, Suite-802, Level-8
SEL ROSE-N-DALE, 116 Kazi Nazrul
Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000
Phone : +8801324254630, +8801324254600

Cover Design : Sabyasachi Hazra

Published February 2025

Printed by
Suborno Printers, 3/ka-kha, Patuatuli Lane
Dhaka 1100
+880247391925, +8801324254635

Buy online from
www.kathaprokash.com

or contact
+8801324254631, +8801324254633
(bkash Merchant number)

Inbox /*kathaprokash*

উৎসর্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ও তখন লেখাপড়ায়
আমার মতো উদাসীন,
আমার বিয়ের একমাত্র বরযাত্রী,
যার সাথে আনন্দ আড্ডা এখনো চলমান

রেজা চৌধুরী (গোরা)কে

কৈফিয়ত

গ্রন্থভুক্ত ১৬টি লেখার মধ্যে বেশির ভাগই ২০২৪ সালের শেষের দিকে লেখা। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অভিঘাত সামাজিক জীবনেও পড়েছে ব্যাপকভাবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি লেখা শুরুতে রয়েছে। প্রথম লেখা *নীরবতার ভাষা*-য় আমি বলার চেষ্টা করেছি নীরব থাকা মানেই সব সময় সমর্থন নয়, নীরবতায় প্রতিবাদও আছে।

জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের ৪২তম বার্ষিক অধিবেশনে আমার উদ্বোধনী বক্তব্যও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন ও কলেজের শিক্ষকতার স্মৃতিচারণ রয়েছে দুটো লেখায়। বেশ কয়েকবার চীন যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। শেষ ভ্রমণের কথা আছে *পুনশ্চ চীন* শীর্ষক লেখায়।

গত ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আমাদের সময়ের অনন্য এক কীর্তিমান শিক্ষাবিদ-নাট্যকার শহিদ মুনীর চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দৈনিক প্রথম আলোতে যে লেখা লিখেছিলাম, তার একটু বর্ধিতরূপ এ বইয়ে স্থান পেল।

জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজনীতিবিদ আবদুল হাকিম, নাট্যকার মনোজ মিত্র ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও পরে সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন করে এই প্রয়াত গুণীজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

প্রিয় সহকর্মী শাহীন পারভীন বরাবরের মতো আমার সব লেখা কম্পোজ করে দিয়েছেন। তাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রীতিভাজন প্রকাশক জসিম উদ্দিন আমাকে শর্ত দিয়েছেন, প্রতিবছর কথাপ্রকাশকে একটা বই দিতে হবে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। জসিম যেভাবে নানা ধরনের মানসম্পন্ন বই প্রকাশে তার ভূমিকা রাখছে, তার জন্য তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পাঠকরা যদি আমার এসব অকিঞ্চিৎকর লেখা পাঠ করেন, তবে কৃতার্থ হব।

সকলের মঙ্গল কামনা করি।

রামেন্দু মজুমদার
২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
ই-মেইলঃ ramendu@expressionsltd.com

সূচি

নীরবতার ভাষা	১১
কেন রে এই সংশয়?	১৬
ঘৃণার চাষাবাদ	২২
আশায় বাঁধি বুক	২৮
আজকের বাংলাদেশ: বিক্ষিপ্ত ভাবনা	৩২
নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে	৩৭
রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা	৪৪
একুশের আহ্বান	৪৮
আমার জীবনের সেরা সময়	৫৩
চৌমুহনী কলেজে শিক্ষকতার আনন্দময় স্মৃতি	৫৮
পুনশ্চ চীন	৬৮
জন্মশতবর্ষে মুনীর চৌধুরী	৮১
এমন মানুষের মৃত্যু নেই	৮৮
বাবার বন্ধু	৯৩
অনন্তলোকে মনোজ মিত্র	৯৯
আমাদের জামান সাহেব	১০৬

নীরবতার ভাষা

নীরবতা বা মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। কথাটা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। নীরবতার নানা কারণ থাকে। কখনো সাহসের অভাব, কখনো বিবাদে না জড়ানো, কখনো ঘটমান বাস্তবতার প্রতি উদাসীনতা। পরিস্থিতিও মাঝে মাঝে কোনো ব্যক্তিকে নীরব থাকতে বাধ্য করে। জীবনের জন্য মায়া কার না আছে? সবাই নিরাপত্তা চান, কোনো কিছু করে বেঘোরে প্রাণ হারাতে চান না। সম্মানহানিও একটা বড়ো বিবেচ্য বিষয়।

১৯৭১-এর কথা ধরি। সে সময়ে বাংলাদেশের সম্ভবত ৯৫% মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। তারা দীর্ঘদিনের পাকিস্তানি বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭০-এর নির্বাচনে মত ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানি শাসকরা যখন উল্টো নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে দিলো, তখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা হলো। সে সময়ে যাদের পক্ষে সম্ভব হলো (বিশেষ করে তরুণরা) তারা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিল। প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করল। তারা অনেকে আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতজনের কাছে আশ্রয় পেল। তবে বেশির ভাগেরই ঠাঁই হলো শরণার্থী শিবিরে। কী দুঃসহ ছিল সে জীবনযাপন। একটাই শান্তি ছিল—জীবনের নিরাপত্তা। বিদেশে আশ্রিত

শরণার্থীদের নিরন্তর প্রতীক্ষা ছিল—কত দ্রুত দেশ স্বাধীন হবে এবং তারা তাদের ফেলে আসা ঘরবাড়িতে ফিরতে পারবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য মাত্র নয় মাসের মধ্যেই দেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা দেশে ছিল, তাদের বেশির ভাগেরই দিন কেটেছে শঙ্কায় ও অনিশ্চয়তায়। নিরাপত্তার জন্য অনেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়েছে। দেশত্যাগ করার পরিস্থিতি তাদের ছিল না। তার মানে কি তারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানিদের সমর্থন করেছিল? নিশ্চয়ই না। পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে এভাবে থাকতে। কবি শামসুর রাহমান সে সময়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশেই ছিলেন। অথচ সে সময়েই শামসুর রাহমান 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' এবং 'স্বাধীনতা তুমি'র মতো কালজয়ী পঙ্‌ক্তিমালা রচনা করেছিলেন। সম্ভবত আমাদের স্বাধীনতার ওপর এর চেয়ে ভালো কবিতা আর নেই।

সকলের মানসিক শক্তি বা উদ্যম একরকম নয়। অনেক সময় কোনো কবি-সাহিত্যিককে লক্ষ্য করে বলা হয়, তিনি তো আমাদের সাথে প্রতিবাদী হয়ে রাস্তায় নামলেন না বা সোচ্চার প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু উচ্চকণ্ঠ না হয়েও যে কঠিন প্রতিবাদ করা যায় তার উদাহরণ শামসুর রাহমান বা শঙ্খ ঘোষ। আর রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। শামসুর রাহমান এবং শঙ্খ ঘোষ চূড়ান্ত প্রয়োজনে মিছিলেও পথ হেঁটেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল আলাদা। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড বর্জনের সময়ে প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। অন্য সময়ে দেশে-বিদেশে তাঁর বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে তাঁর মতো করে বিশ্বের নানা অসঙ্গতির সমালোচনা করেছেন।

নীরবতা আবার ক্রোধের ভাষাও হতে পারে। শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* থেকে একটা উদাহরণ দিই। খলিফা হারুনর রশীদ একদিন তাঁর বাঁদি মেহেরজান ও হাবসী গোলাম তাতারীর প্রেমময় হাসি শুনে মুগ্ধ হয়ে তাদের হাসি শোনার জন্য মুক্ত করে দিলেন। এদিকে বাঁদি মেহেরজানকে নিজের বেগম করে নিলেন। হাসি শোনাবার

জন্য প্রাসাদে নিয়ে এলেও তাতারী শোকস্তব্ধ। তাকে খলিফা যতই হাসতে বলেন, সে কিছুতেই হাসে না, প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখেও নীরব থাকে। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে বলে 'শোনো হারুনর রশীদ, দিরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে। বাঁদি কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না। না—না— ।' এতদিন যে নির্যাতিত তাতারী নীরব ছিল, তার ভাষা শেষে বোঝা গেল। মুখে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মনের ভেতরে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তার প্রকাশ একদিন ঘটে।

সাম্প্রতিক সময়ের কথাই বলি। ২০২৪-এর যে গণআন্দোলন, তা কেবল কোটা সংস্কার বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল না। সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একসময়ে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। সাড়ে পনেরো বছর তারা নীরব ছিল মানেই কি চারদিকে যা ঘটেছে, তা সমর্থন করেছিল? তাদের সুযোগ বা পরিস্থিতি হয়নি, সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। তাদের নীরবতা ছিল ক্রোধে পূর্ণ। এখানে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমার মতো অনেকেই পতিত সরকারের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানায়নি। যার জন্য আজ আমাদেরকে ফ্যাসিস্টদের দোসর হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে অভিযুক্ত হতে হচ্ছে। কিন্তু আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমি আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে কোনো সুবিধা গ্রহণ করিনি, কোনো পদ-পদবিও সে সূত্রে লাভ করিনি। আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-নেত্রী এবং সরকারি কর্মকর্তার কাছে আমি সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলাম। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা প্রকাশ্যে বিভিন্ন সময়ে সোচ্চার ছিলাম। তবে দুর্নীতি যে এ পর্যায়ে হয়েছে তা আমাদের কল্পনায়ও ছিল না। আজ দেখছি হাজার কোটি টাকা লুটপাট যেন সাধারণ ব্যাপার। তার মানে দেশের কী পরিমাণ সম্পদ অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়েছে বা দেশেই রয়েছে, তা সকল ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে।

৩ আগস্ট ২০২৪ সকালে চ্যানেল আই তারকাকথনে আমি একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলাম। সেদিন বলেছিলাম সরকার যেভাবে বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করতে চাইছে, তা ভ্রান্ত পথ। প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছাত্রদের ডেকে তাদের সাথে কথা বলা। কাকতালীয়ভাবে একটু পরেই দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের আলোচনায় ডেকেছেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখনো আমরা বুঝতে পারিনি আন্দোলনে এত মানুষের প্রাণ সংহার হয়েছে। আমি একথাও বলেছিলাম, আমরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সামনে যাই তখন এমন সব কথা বলি যা শুনতে তিনি পছন্দ করেন। কখনো সত্যি কথাটা সাহস করে বলি না। ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখা যায়, কারো আগ্রহ থাকলে দেখতে পারেন।

তবে এখন আমার মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। সাহস করে বিপদ জেনেও আমার উচিত ছিল প্রকাশ্যে কিছু প্রতিবাদ করা। তা হলে আজকে আমাদের নীরবতার জন্য অভিযুক্ত হতে হতো না। সারা জীবন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, আজ জীবন সায়াহ্নে এ ধরনের অপমানজনক কথায় বড়ো আঘাত পাই। এটা কি আমার প্রাপ্য ছিল? যাই হোক, আবারও নীরবতা অবলম্বন করেই সকল দুঃখ নিজের মধ্যে রাখব, প্রকাশ্যে এসবের কোনো প্রতিবাদ করব না।

নীরবতার একটা শক্তি আছে। সেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ অনেক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো কোনো সুস্থতার পরিচায়ক নয়। কোনো বিষয়ে আমি যা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, তখন একা হলেও আমি আপন শক্তিবলে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকব—যদি প্রকাশ করার মতো পরিস্থিতি না থাকে। ইবসেনের নাটক 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল'-এ সত্য প্রকাশের দায়ে ডাক্তারকে দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করার পরও নাটকের শেষে তাঁর সংলাপ—'দুনিয়ায় সবার চাইতে যে একা, সে-ই সবার চাইতে শক্তিশালী।'

ভালোবাসার সময়ে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে নীরব থেকে অনেক কথা বলতে পারে। সেটাই নীরবতার ভাষা। যার বোঝার সে বুঝে নেয়। রবীন্দ্রনাথের গানেই আছে:

‘সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥’

সব শেষে শঙ্খ ঘোষের অসাধারণ একটি বাক্য মনে পড়ছে ‘প্রতি মুহূর্তে সতর্ক না থাকলে নিজের বিষয়ে কতগুলি মূর্খ ধারণা তৈরি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।’

[রচনাকাল: অক্টোবর ২০২৪]

কেন রে এই সংশয়?

সেদিন টেলিভিশনে সুচিত্রা মিত্রের একটি সাক্ষাৎকার দেখছিলাম। তিনিও শম্ভু মিত্রর মতো বলেছেন তাঁর জীবনাবসানের পর রবীন্দ্রসদন বা অন্য কোথাও না নিয়ে সোজা দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কেবল শেষ যাত্রায় রবীন্দ্রসংগীত যেন সঙ্গী হয়। কোন গান—প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

সাথে সাথে আমি গীতবিতান খুলে গানের কথাগুলো পড়লাম। কী চমৎকার যুক্তিপূর্ণ কথা—যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

'মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয় অজানার জয় ॥'

সত্যই তো। অজানা বলেই কী আমাদের ভয়? এই চেনা পৃথিবীতে আমরা বড়োজোর ১০০ বছর বাঁচতে পারি। তারপর যে অনন্তলোকে আমরা চিরদিনের জন্যে চলে যাব, তখন কি হবে? সেটা তো পৃথিবীর চেয়ে আরও মধুময় হতে পারে। আসলে ওখান থেকে ফিরে এসে কেউ আমাদের কিছু বলেনি বলেই আমাদের যত ভয়। দ্বিধা সেই অনিশ্চিত যাত্রা নিয়ে। কিন্তু জীবনের চরম সত্যই তো মরণ।